২৭/৮/২০০০

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৭-৩ কলাম ৭......

মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে

বিদেশ যাবার লোভটুকু যেনো সামলাতে পারছেন না কেউ! কি ছেলে, কি বুড়ো–সবাই যেনো বিদেশ পাড়ি জমাতে পারলেই বাঁচেন। এ প্রবণতা বিশেষ করে বেশী দেখা যায় আমাদের তরুণ-তরুণীদের মাঝে। উচ্চ শিক্ষা কিংবা উন্নত শিক্ষার দোহাই দিয়ে একজন তরুণ বা একজন তরুণী বিদেশ যাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। নিশ্চিন্ত জীবন যেনো সেখানে। যে ছেলেটি অথবা যে মেয়েটি এসএসসি কিংবা এইচএসসি'র গন্ডি পেরিয়েছে দুর্দান্ত রেজাল্ট নিয়ে, সেও ভাবে পড়াশুনার জন্য উপযুক্ত তার স্থান হচ্ছে ইউরোপ কিংবা আমেরিকা। বাংলাদেশ মোটেও নয়। অথচ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যারা চালাচ্ছেন বা কলকাঠি নাড়াচ্ছেন তারা কেউই ভেবে দেখছেন না যে, ধীরে ধীরে এ দেশটি হয়ে পড়ছে মেধা শূন্য। কেন না যারা বিদেশে যাচ্ছে পড়াশুনার জন্য তাদের ক'জনইবা দেশে ফিরে আসছে পরবর্তী সময়ে। কিংবা তারা আদৌ কি বিদেশে গিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে ঠিকঠাক মতো। একটি জরিপে দেখা যাচ্ছে উচ্চবিত্ত পরিবারের ক'জন ছাড়া যারা যাচ্ছে তাদের বেশীর ভাগই সেখানে পড়াশুনা করছে নামকাওয়াস্তে। কেউ পার্টটাইম চাকুরী করছে–পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছে পড়াশুনা। আবার কেউ কেউ পড়াশুনা

তারুণ্য

আজকাল দেখা যাচ্ছে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, প্রভৃতি অ্যাম্বেসীগুলো তরুণ-তরুণীদের ভিড় যেনো বেশী। সবার উদ্দেশ্য একটাই বিদেশে পড়াশুনা। মেধাবী-অমেধাবী সবাই চায় বিদেশ যেতে। এ সুযোগে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে। তারা ফেঁদেছে প্রতারণার ফাঁদ। স্বল্পমূল্যে ওইসব প্রতিষ্ঠান বিদেশ পাঠিয়ে দেবার লোভনীয় অফার মেলে ধরছে। তাদের লোভনীয় অফার এবং চটকদার বিজ্ঞাপনে প্রতারিত অনেকেই সর্বস্ব খোয়াচ্ছেন।

প্রশ্ন হলো, কেনো এই বিদেশ যাওয়া? আমাদের মেধাগুলো কেনো পাচার হয়ে যাচ্ছে বিদেশে? এ দেশে থেকে কি কিছুই করার নেই? আছে, এদেশে থেকেও অনেক কিছুই করার আছে। বিদেশে হতে পারে নিশ্চিন্ত জীবন। সে জীবন কিন্তু নিঃসঙ্গও বটে। অপরিচিত পরিবেশ, অপরিচিত লোকজন এভাবেই তো সেখানে জীবন যাপন। অথচ এখানে থেকে নিজের সাধ্যটুকু ঢেলে দিয়ে কিছু একটা করা যায়। না থাকুক এখানে নিশ্চিন্ত জীবন তবু নিঃসঙ্গ তো নয়। আমাদের মেধা আমরা আমাদের মাঝেই খাটাই না কেন। এখানে অন্ততঃ এটুকু স্বান্তনা তো পাওয়া যাবে আমার সংস্পর্শে এসে বদলে গেছে অনেক তরুণের জীবন কিংবা মেধাবী হয়ে উঠছে অনেকেই। প্রিয় বন্ধু আমাদের মেধা আমাদের এখানেই থাক।